শিয়া মতবাদের বিস্তৃতি

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

আব্দুল্লাহ আল-মাত্বরাফী

অনুবাদ

আব্দুল আলীম বিন কাওসার

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

التمدد الشيعي

(باللغة البنغالية)

عبد الله المطرفي

ترجمة

عبد العليم بن كوثر

مراجعة

الأستاذ د/ أبو بكر محمد زكريا

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....

উম্মতে মুসলিমার জন্য বর্তমানকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনা হচ্ছে শিয়াদের ফেতনা। তাদের শত্রুতা অপ্রকাশিত। তারা তাদের ফেতনা গোপন করে রাখে। অথচ তারা আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ গ্রন্থটিতে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি।

সম্মানিত পাঠক! অপরাধীর অপরাধ পরিকল্পনা এবং তাদের দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেওয়া মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নির্ধারিত একটি পদ্ধতি। মহান আল্লাহ বলেন, “আর এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।”[১]

মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তম জনগোষ্ঠী তাদের বিরোধীদের আকীদাসমূহ সম্পর্কে জানলে কতই না ভালো হতো! বাতিলকে হক্ব বলে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নানা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হলেও না কত ভালো হতো!

আমরা এমন একটি ভয়াবহ বিষয়ের সাথে পরিচিত হব, যার প্রচার ঘণ্টা বেজে উঠেছে, ধুম্রজাল ছেয়ে গেছে এবং যার আগুন জ্বলে উঠেছে। আর তা হলো, **ইসলামী বিশ্বে শিয়া মতবাদের বিস্তৃতির ভয়াবহতা।**

শিয়া মতবাদের বিস্তৃতির ঘটনা বাস্তব, ইহা কল্পনাপ্রসূত কোনো বিষয় নয়। সেজন্য জাপান থেকে শুরু করে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত এমন কোনো দেশ বা এলাকা নেই, যেখানে শিয়া মতবাদের অপচ্ছায়া প্রবেশ করেনি।

---

১ সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫৫।

শিয়া মতবাদ প্রসারের নানা প্রকল্প বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে ইসলামের রজ্জু, আকীদা, ইতিহাস ও প্রতীককে খাটো করছে। এমনকি ক্রমবর্ধমান এই বাতেনী প্রলয়ের প্রতি ক্রোধান্বিত ও উত্তেজিত প্রত্যেকের অভিযোগ এমন এক মুহূর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনসমূহ পাপিষ্ঠ খ্রিষ্টান চক্রের নানা কষ্ট-ক্লেশ ও নির্যাতন ভোগ করছে।

গুরুত্বের দিক থেকে আকীদাগত সংঘাতের আলোচনা সামরিক দখলদারিত্বের আলোচনার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিশেষ করে এই সংঘাতের যে ফলাফল আমরা লক্ষ্য করছি, তা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের সুসংবাদ প্রদান করে না। যাইহোক, এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন হলো, **শিয়া মতবাদের বিস্তৃতি থেকে কেন এই হুঁশিয়ারী?**

এর জবাবে এক কথায় বলা যায়, আমাদের ও তাদের মধ্যকার দলীল-প্রমাণাদি ভিন্ন এবং উভয়ের মধ্যকার মৌলিক বিষয়সমূহ পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের ন্যায় দূরত্ব সম্পন্ন।

সম্মানিত পাঠক! আমরা কীভাবে এমন একটি সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্টতা সৃষ্টি করতে পারি, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের ইমামগণকে মাসূম দাবি করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন![২] তারা বলে, কুরআনুল কারীমে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কাছে যে কুরআন আছে,

২ দেখুন: কুলায়নী, উসূলুল কাফী (১/১৬৫)।

তা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কুরআন নয়; বরং তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কমবেশি করা হয়েছে![৩]

কীভাবে আমরা ধর্মীয়ভাবে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছাকাছি যেতে পারি, যারা সাহাবীগণকে ফাসিক্ব বলে। শুধু তাই নয়, তারা তাদেরকে অভিশাপ দিয়ে এবং কাফির বলে নিজেদের উগ্র যবানকে পিচ্ছিল করে ফেলেছে।[৪]

কেউ ১২ (বারো) ইমামের কারো নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করলে সে শিয়া ইমামিয়াদের নিকট কাফির, পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী।[৫]

এখানেই শেষ নয়, মুসলিম উম্মাহর সাথে এই সম্প্রদায়ের রয়েছে ইতিহাসের কালো অধ্যায়। সুতরাং আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতা যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি আমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ ও হিংসাও অব্যাহত; বরং আমাদের মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এমন কোনো সময় অতিক্রম করেনি, যখন তাদের আঘাত, গাদ্দারী, বিদ্রোহ আর খেয়ানত মুসলিমদেরকে জর্জরিত করেনি। এটিই শিয়াদের বাস্তব চিত্র। কবি বলেন,

اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر * ضل قوم ليس يدرون الخبر

---

৩ উসূলুল কাফী (১/২৮৫)।
তাদের বিখ্যাত আলেম নূরী ত্বরাসী ‘ফাসলুল খিত্বাব ফী ইছবাতি তাহরীফি কিতাবি রব্বিল আরবাব’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। এই পুস্তকটি তাদের আলেমগণের অসংখ্য কোটেশন ধারণ করেছে, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা কুরআন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী।

৪ মাজলীসী, বিহারুল আনওয়ার (৬৯/১৩৭, ১৩৮)।

৫ আব্দুল্লাহ শুব্বার, হাক্কুল ইয়াক্বীন (২/১৮৯)।

“তোমরা ইতিহাস পড়ো; কেননা তাতে শিক্ষা রয়েছে। ইতিহাস জানে না এমন কোনো কোনো সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়েছে।”

তাদের মতবাদ বিস্তৃতি লাভের পদ্ধতিসমূহ প্রকাশ করে দেওয়ার অর্থ তাদের প্রতি যুলম নয় এবং নয় তাদের সাথে বেইনসাফী। কেননা আমরা ইনসাফ, ন্যায়, দয়া ও মধ্যমপন্থী উম্মত।

আল্লাহর শপথ! বর্তমান সময়ে দলীয় সংঘাতের দিকে আহ্বান করা মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর নয়। কেননা এটি এমন একটি বীজ, যার ফল ভোগ করে ইয়াহূদীবাদী প্রকল্প এবং তার দোসররা। কিন্তু এই স্পষ্ট বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চুপ থাকা এবং তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার নীতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিপক্ষে যায়। কেননা শিয়াদের এই ধর্মপ্রচার মূলত সুন্নী অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে টার্গেট করে।

অতএব শিয়া মতবাদ বিস্তৃতির প্রকল্প অনুধাবন, এর ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে একে প্রতিরোধের আহ্বান জানানোর লক্ষ্যেই এই বক্তব্যটি লেখা হলো। এটি দলীয় সংঘাত সৃষ্টির আহ্বান নয়।

সম্মানিত পাঠক! শিয়া মতবাদ বিস্তৃতির চিন্তাধারা ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট খুমায়নীর শাসনামল থেকে শুরু হয়, যিনি তার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত ইসলামী বিপ্লব শুরুর ঘোষণা দেন।

শিয়া মতবাদ বিস্তৃতির এই প্রকল্প “ফক্বীহ’র শাসন ব্যবস্থা”-এর নতুন যুগের সঙ্গে একই সাথে শুরু হয়। শিয়াদের নিকটে “ফক্বীহ’র শাসন ব্যবস্থা’-এর অর্থ হলো, শিয়াদের একটি গ্রুপ ‘মাযহাবে ইমামী’র অনুসারীদের ওপর ‘ফক্বীহ’-এর অনুসরণ করা ওয়াজিব, যিনি অনুপস্থিত প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর স্থলাভিষিক্ত। খুমায়নী তার গ্রন্থ ‘আল-হুকুমাহ

আল-ইসলামিয়াহ'-এর ৩৬ পৃষ্ঠায় "ফক্বীহ'র শাসন ব্যবস্থা" বিষয়ক আকীদার উল্লেখ করে বলেন, 'ফক্বীহদের অধিকার; বরং তাদের ওপর ওয়াজিব ও ফরয যে, তারা আখেরী যামানার অনুপস্থিত ইমামের খলীফা বা প্রতিনিধি হবেন এবং তারা হবেন ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাকে অনুসরণ করা ওয়াজিব একজন ইমাম হিসেবে শুধু নয়; বরং একজন নবী বা রাসূল হিসেবে'। এই চিন্তা-চেতনার আলোকে ইসলামী বিপ্লবের ঘোষক তার অনুসারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সর্বত্র ধরে রেখেছে, যাতে তারা পরবর্তীতে তার অনুসারী এবং তার নির্দেশ পালনকারী হতে পারে।

বিপ্লব ঘোষণার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খুমায়নীর সরকার আট বছর ধরে ইরাকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যে ইরাককে পারস্যবাসীরা ইসলামী বিশ্বে তাদের প্রবেশদ্বার মনে করে। এছাড়া তাদের আকীদায় ইরাকের একটা ধর্মীয় গুরুত্ব তো রয়েছেই। অসংখ্য প্রাণের আত্মহুতি ও ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইরানের মোড়ল সরকার শুরু থেকেই শিয়া সংখ্যালঘু এলাকাসমূহকে স্বাধীন এবং সেখানে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি উৎসাহ দিয়ে আসছিল। যে কারণে সে সময় শিয়াদের বেশ কিছু সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল জন্ম নেয়, বর্তমান বিশ্বে যেগুলোর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন— ইরাকে 'হিযবুদ্ দাওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ', লেবাননে 'হারাকাতে আমাল' ও 'হিযবুল্লাহ', বাহরাইনে 'জাবহাতুত্ তাহরীর আল-ইসলামী', ইয়েমেনে 'আল-হারাকাহ আল-হূছিইয়াহ' ইত্যাদি। এই দলগুলো 'ক্বুম'-এর মোড়লদের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং

পরবর্তীতে পারস্য নিনাদের প্রতিধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। পারস্যবাসীরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ার পর শান্তিপূর্ণ কূটনীতির মাধ্যমে বিপ্লব প্রতিষ্ঠার বিচক্ষণ নীতি বেঁছে নেয়। দীর্ঘমেয়াদী নীতি, গভীর পরিকল্পনা এবং সম্ভবপর কার্য সম্পাদনের নীতিকে সামনে রেখে শিয়া মতবাদের বিস্তৃতি ইসলামী দেশসমূহে আগ্রাসন চালাতে শুরু করে। দেশের সীমারেখার সে পরোয়া করে না এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাও তাকে থামাতে পারে না।

এই প্রকল্পকে একটি শিয়া রাষ্ট্র সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে শুরু করে এবং সে নেতৃত্বের আসন গ্রহণের প্রয়াস চালায়। এই লক্ষ্যে সে তার সার্বিক ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অর্থ তহবিলকে কাজে লাগায় এবং শিয়া মতবাদ প্রচারের পথে সে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে। এ মর্মে প্রচারিত সংবাদ হলো— ইরানী খনিজ তেলের লভ্যাংশের এক-পঞ্চমাংশ এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হয়।

খুমায়নী স্বীয় অসিয়তে তার ভক্তদেরকে শিয়া মতবাদ প্রচারের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, ‘ধর্ম প্রচার কেবল জাতীয় পথনির্দেশ মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়; বরং তা সমস্ত আলেম, খত্বীব, লেখক ও দক্ষ ব্যক্তির দায়িত্ব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তব্য, দূতাবাসসমূহে প্রচুর পরিমাণে প্রচারপত্র সরবরাহের প্রয়াস চালানো, যেগুলো ইসলামের আলোকিত অধ্যায় বর্ণনা করবে।’[৬]

৬ খুমায়নী, আল-ওয়াসিইয়াহ আস্ সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৪০।

এদিকে ইরানের বর্তমান প্রধান আহমাদিনেজাদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ইরান নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বে শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটানো এবং প্রতীক্ষিত মাহদীর নিশান বুলন্দ করা। তিনি বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রচারের দায়িত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের ওপর বর্তায়।'[৭]

একজন শিয়া আলেম ০৪/০১/১৪২৮ হি. তারিখে 'আল-মুসতাক্বেল্লাহ' (المستقلة) চ্যানেলে তার এক বিবৃতিতে বলেন, 'শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল ক্বুম ও নাজাফ, হেজায, শাম, ইয়েমেন এবং ইরাকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাবে এবং শিয়া আলেমদের লক্ষ্য হলো, সমগ্র ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান। আর শিয়া মতবাদ বিস্তৃতির ক্ষেত্রে কোনো সীমানা নেই, তারা সারা জাহানে এই মতবাদ সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাবে।

তবে শিয়া মতবাদ প্রচার এবং তাতে তাদের সফল হওয়ার পেছনে বেশ কিছু পথ ও পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি ভোবাসা প্রদর্শনের মিথ্যা শ্লোগান প্রদান, নিজেদের মতবাদকে তাঁর পরিবারের মতবাদের নামে নামকরণ, দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি ভালোবাসার আহ্বান, তাদের মর্যাদা বর্ণনা এবং তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি তাকীদ প্রদান।

শিয়ারা দাওয়াতী এই পদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং তাদেরকে মাসূম

৭ 'মুফাক্কেরাতুল ইসলাম' ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।

জ্ঞান করার অন্যতম উসীলা হিসেবে ব্যবহার করে। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের প্রতি অবিচার করেছে, তাদেরকে দোষারোপ করার সেতু হিসেবে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাফেযীদের ধারণা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি অবিচারকারী ব্যক্তিবর্গ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীবর্গ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম (নাঊযুবিল্লাহ)। এরপর আসে সাহাবীগণকে নিন্দা করা, কটাক্ষ করা, তাদেরকে খেয়ানতকারী হিসেবে অভিহিত করা, অতঃপর তাদেরকে লা‘নত করা এবং কাফির ফতোয়া দেওয়ার জঘন্য পর্ব।

অতএব বলা যায়, আলুল বাইত বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের এই শ্লোগান শিয়া মতবাদ প্রচারের এবং একে মানুষের নিকট উত্তমরূপে তুলে ধরার একটি হাতিয়ার মাত্র। সেজন্য শিয়াদের দাওয়াত এবং ত্রাণ বিষয়ক সংগঠনগুলো এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও শিয়া মতবাদকে ভালো বলে চালিয়ে দেওয়ার এবং মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্যে আলুল বাইতের নামানুসারে নিজেদেরকে নামকরণ করে।

শুধু তাই নয়; বরং আলুল বাইতের কবরসমূহ অবস্থিত এমন এলাকাগুলো শিয়াদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সেগুলোকে তারা পরিদর্শনস্থল বানিয়েছে, কবরগুলোর উপরে গম্বুজ নির্মাণ করেছে এবং সেগুলোর আশেপাশে বহু বিদ‘আতী ও কুফরী কর্মকাণ্ডের জন্ম দিয়েছে। এছাড়া যাতে ঐ এলাকাগুলো পরবর্তীতে শুধুমাত্র শিয়া অধ্যুষিত এলাকা হয়, সেজন্য

কবরগুলোর আশেপাশে সম্পত্তি গড়ে তোলা এবং জমি ক্রয়ের বিষয়টি তো রয়েছেই।

শিয়া মতবাদ প্রচারে শিয়াদের আরেকটি অভিনব কৌশল হল, সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে পরস্পরে কাছাকাছি আসার আহ্বান। এটি ধোকা বৈ কিছুই নয়। মূলত এই আহ্বানের অর্থই হলো, শিয়া মতবাদ ও এর বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি প্রদান—যা এই মতাবলম্বনের পথ সুগম করে।

দুঃখের বিষয় হলো, এই আহ্বান শিয়াদেরকে সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে নির্বিঘ্নে বিচরণ, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রকাশনালয় চালু এবং তাদের মতবাদ প্রচারের পথ সহজ করে দিয়েছে।

তবে শিয়াদের বিকৃত আকীদাসমূহ এবং বংশ পরম্পরায় চলে আসা এই কুফরী মতবাদে কেউ আপত্তি করলে তা শিয়াদের নিকট হয় মুসলিম ঐক্যকে হুমকি দেওয়ার শামিল।

এক্ষণে সুন্নীদের জানতে চাওয়া উচিৎ, ইরানের শিয়া আলেমরা কি শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে মানুষকে সুন্নী বানানোর প্রক্রিয়া পরিচালনার অনুমতি দিবে? ইরানীরা সুন্নী হয়ে গেলে কি পারস্য মোড়লরা নীরব থাকবে? আর তারা কি এ ধরনের তৎপরতার আদৌ অনুমোদন দিবে?

আল্লাহর কসম! তারা কখনই অনুমোদন দিবে না। উভয় জামা'আতকে কাছাকাছি করার এই প্রতারণা মানুষকে সুন্নী বানানোর প্রক্রিয়া পরিচালনার অনুমতি দেওয়া তো দূরের কথা, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সুন্নী আকীদা চর্চায়ও বাঁধা প্রদান করে থাকে।

ধর্মীয়ভাবে কাছাকাছি আসার এই প্রতারণা সেখানকার সুন্নী আলেমগণকে হত্যা করে, 'আহ্ওয়ায'-এর আরবদেরকে গোপনে খুন করে। এটি এমন একটি ধোঁকা, যা সুন্নী মসজিদসমূহ ধ্বংস করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে তালা ঝুলায় আর সুন্নী দাঈগণকে বিতাড়িত করে।

অতএব, সুন্নী মুসলিম হিসেবে আমাদের পক্ষে এমন সম্প্রদায়ের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তারা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কবরসমূহ প্রদক্ষিণ করে এবং জীবন বাজি রেখে বিদ'আত প্রচারে আত্মনিয়োগ করে।

শিয়া মতবাদ সম্প্রসারণের আরেকটি অন্যতম কৌশল হল, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং তেহরান, ক্বুম, মাশহাদ ও তাবরীযের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার সরলমনা মুসলিম যুবককে একত্রীকরণ। ইরান সরকার সেখানে তাদের ব্যয়ভার, জীবন-যাপন, প্রয়োজনাদি পূরণ এমনকি বিয়ে-শাদী দেওয়ার দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে।

এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের প্রধান লক্ষ্য হলো, তাদেরকে শিয়া বানানো—যাতে তারা শিয়া মতবাদ প্রচার ও প্রসারের আহ্বায়ক হিসেবে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। কয়েক বছরে ছাত্রদেরকে এ মর্মে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সব সুন্নী সরকার যিলেম ও অবৈধ। কেননা তাদের ধারণা মতে, এসব সরকার 'ফক্বীহ'-এর শাসন ব্যবস্থা বা ইসলামের আসল ও মুহাম্মাদী পথের পথিক নয়।

শিয়া মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দাঈ ও শিক্ষকদের প্রেরণ এ মতবাদ প্রসারের আরেকটি মাধ্যম। বিশেষ করে

দূরবর্তী মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকাসমূহে। একটি বিদেশী পত্রিকা এ মর্মে খবর প্রকাশ করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেখানকার সদ্য বিভক্ত অঞ্চলসমূহে ইরান শত শত শিক্ষক পাঠিয়েছে। পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ইরান সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

শিয়া মতবাদ প্রচারে তাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো, বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ইরানী দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করা। এসব দূতাবাসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনগুলো এসব এলাকায় বসবাসকারী শিয়াদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, তাদের সমস্যায় সহযোগিতা প্রদান, তাদের অধিকার রক্ষা এবং তাদেরকে শিয়াপন্থী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বই-পুস্তক যোগান দেওয়ার মাধ্যমে শিয়া মতবাদের দিকে আহ্বানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। এজন্য এমন কোনো ইরানী দূতাবাস নেই, যেখানে তথাকথিত পাগড়ীধারী আহ্বায়ক এবং শিয়া মতবাদ বিষয়ক তদারককারী নেই।

শিয়া মতবাদ প্রচারে তাদের আরেকটি মাধ্যম হলো, অর্থ ও বস্তুগত প্রলোভনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও গোত্রপ্রধানগণকে শিয়া মতবাদে দীক্ষিত করার জন্য অঢেল সম্পদ আর প্রলুব্ধকারী অনুদানের মাধ্যমে তাদের দায়ভার ক্রয় করা। সাথে সাথে তাদেরকে এ ধারণা প্রদান করা যে, ইসলামে শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ভাই পাঠক! একথা গোপন নেই যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং গোত্র প্রধানগণের সূত্র ধরেই ইরাক ও সিরিয়াতে শিয়া মতবাদ প্রসার লাভ করে।[৮]

❁ শিয়া মতবাদ প্রচারে তাদের আরো একটি মাধ্যম হলো, মূর্খতা ও দরিদ্রতাপীড়িত এলাকাসমূহ খুঁজে বের করা এবং সেক্ষেত্রে জোর প্রচেষ্টা চালানো। এই মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেসব এলাকায় হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়, আবাসস্থল গড়ে তোলা হয়, মানুষের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন করা হয় এবং বিভিন্নমুখী সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

ইসলাম ও আলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের এই খপ্পরে পড়ে ঐসব এলাকার সাদাসিধে দরিদ্র লোকজন দলে দলে শিয়া ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।

❁ তাদের মতবাদ প্রচার ও প্রসারের অন্যতম আরেকটি মাধ্যম হলো, মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা প্রদান এবং ইয়াহূদীবাদ ও পশ্চিমা রাজনীতির বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি। মুসলিম বিশ্বে শিয়াদের মুখোজ্জ্বলের পেছনে এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর হৃদ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই নীতির বিরাট প্রভাব রয়েছে।

ইরানী মোড়লদের ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে হাত বাড়ানোর বিষয়টি মানুষের অনুভূতিকে নাড়া দেওয়া এবং মাযহাবী স্বার্থসিদ্ধি আর রাজনৈতিক স্বার্থার্জন বৈ কিছুই নয়। ইরানী পার্লামেন্ট প্রধান বলেন, 'ইসলামী

৮ তাহযীরুল বারিইয়াহ মিন নাশাতিশ্ শিয়াহ ফী সূরিইয়াহ।

দেশসমূহে ইরানের আধ্যাত্মিক শক্তি সে দেশের জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে যায়।'[৯]

এটি সেখানকার একজন রাজনীতিবিদের স্বীকারোক্তি যে, ইরান কেবল তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে নয়।

❁ শিয়া মতবাদ প্রচারের একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হল, শিয়া মতবাদ বিরোধী সুন্নী রাষ্ট্রসমূহকে আঘাত করার জন্য অন্যান্য দেশসমূহের সাথে সহযোগিতা গড়ে তোলা। সেজন্য যতই সেখানকার পাগড়ীধারীরা সবচেয়ে বড় শয়তান আমেরিকাকে গলা বাজিয়ে অভিশাপ করুক না কেন, ইরান সরকার ইরাক ও এর আগে আফগানিস্তানের পতনের জন্য অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতা গড়ে তুলেছিল। সাবেক ইরানী ভাইস প্রেসিডেন্ট তা স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন, (তিনি বলেছিলেন), 'ইরান না থাকলে আমেরিকা ইরাক দখল করতে পারত না এবং ইরান না থাকলে আমেরিকা আফগানিস্তান দখল করতে পারত না।'[১০]

❁ তাদের মতবাদ প্রচার এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধির আরেকটি মাধ্যম হলো, সুন্নী সমাজের প্রতি বিদ্বেষী সম্প্রদায়গুলির সাথে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলা। যেমন, পুরনো দিনে মার্কসবাদীদের সাথে এবং বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে। সেজন্য আপনি শিয়াদের প্রচার মাধ্যম এবং তাদের সভা-সমিতিতে সুন্নী সমাজ বর্জিত এই নামগুলোর উপস্থিতি খুঁজে

৯ 'সহীফাতুল আখবার' ওয়েবসাইট, জুমুআ, ২৭ জুন ২০০৮।

১০ 'মাযা তা'রিফু আন হিযবিল্লাহ' গ্রন্থের ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাবেন। কেননা সুন্নী পরিচয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে তারা তাদের সাথে একমত হয়েছে।

এই মৈত্রীবন্ধনের আরো একটি উদ্দেশ্য হলো, সুন্নীদের অবস্থানকে নড়বড়ে করা এবং ভেতর থেকে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা।

সুন্নীদের কিছু কিছু প্রতীকের প্রতি শিয়াদের সম্মান প্রদর্শনও শিয়া মতবাদ প্রচারের আরেকটি মাধ্যম। দুঃখের বিষয় হল, সুন্নী এই প্রতীকগুলো শিয়া মতবাদকে বৈধতা দান করে তাদের বক্তব্য এবং ফতোয়া প্রচার করছে। এই প্রতীকগুলোর ধ্বজাধারীদেরকে শিয়া মিডিয়ায় ঐক্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সম্মানিত পাঠক! শিয়া মতবাদের বিস্তৃতি ভয়ানক বিপদ হিসেবে থেকে যাবে এবং ইসলামী কোনো এলাকা তাদের টার্গেট থেকে বাদ পড়বে না। বিশেষ করে প্রাচুর্য সমৃদ্ধ ও পবিত্র স্থানসমূহের দেশ হারামাইন শরীফাইনের দেশ (সঊদী আরব)। যেখানে-সেখানে রাফেযীদের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ হলেও এই দেশটি তাদের মূল টার্গেট। এটি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ নয়; বরং তাদের বই-পুস্তক এবং তথাকথিত পাগড়ীধারীদের বক্তব্য থেকেই এই উদ্দেশ্য বেরিয়ে এসেছে।

তেহরানের একজন মেজর জেনারেল 'আল-ইসলাম আলা যওইত্ তাশাইয়ূ' গ্রন্থের লেখক বলেন, 'দুনিয়ার সব শিয়া মক্কা-মদীনার বিজয় এবং এতদুভয় থেকে অপবিত্র ওয়াহাবী সরকারের পতন কামনা করে'। পারস্যের এক পাগড়ীধারী বলেন, 'পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তের হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে, আল্লাহর হারাম মক্কা

মুকাররমা অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ দখল করে আছে, যারা ইয়াহূদীদের চেয়েও ভয়ানক।’[১১]

বাহরাইনের ‘কুতলাতুল বিফাক্ব’-এর জনৈক সদস্য হামযাহ আদ-দীরী বলেন, ‘সুন্নীদের আলেম-ওলামা এবং হারাম শরীফের ইমামগণ নাসেবী[১২]। সুতরাং হারামে তোমাদের সালাত একজন নাসেবীর পেছনে আদায়কৃত সালাত হিসেবে গণ্য হবে।’[১৩]

আর গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী ১৪/১২/১৯৮৭ইং তারিখে ‘ইত্তেলাআত’ পত্রিকাতে তো স্পষ্টই বলেছিলেন, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের কাছে মক্কাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি রয়েছে’।

এদিকে সঊদী শিয়া মতাবলম্বী নিম্‌র আন্‌ নিম্‌র তার নিজস্ব ওয়েবসাইট ‘আশ্‌ শিয়াহ আলাত্‌ তাহাররুক’-এ প্রচারিত এক উস্কানীমূলক বক্তব্যে বলেন, ‘আমি নিজেকে আহ্বান করছি এবং সমস্ত মুমিনকে বিশেষ করে, আলুল বাইতের প্রেমিকদেরকে এবং আরো বিশেষ করে, আলুল বাইতের মিত্র ও অনুসারীদেরকে শপথ নবায়ন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং আমাদের

---

১১ ‘আল মিশকাত আল-ইসলামিইয়াহ’ ওয়েবসাইট।

১২ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাকে ‘নাসেবী’ বলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিয়ারা এই বিশেষণটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সত্যিকারের মহব্বতকারী সুন্নীদের ক্ষেত্রে জোরপূর্ব ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। [অনুবাদক]

১৩ ‘আল-ওয়াক্‌ত’ পত্রিকা, রবিবার, ২২ রজব ১৪২৮ হি., ৫৩১ সংখ্যা।

সম্ভবপর সার্বিক শক্তি দিয়ে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। নির্মম ধ্বংসের এক যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সুউচ্চ ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা যেন লড়াই-সংগ্রাম করে যাই।'

লন্ডনে বসবাসরত কুয়েতী শিয়া মতাবলম্বী ইয়াসের আল-হাবীব এক বক্তব্যে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে বলেন, 'মক্কা ও মদীনা আজ দখলদারিত্বের কবলে। এতদুভয়কে মুক্ত করা আবশ্যক'।

এই হলো শিয়া মতবাদ বিস্তৃতির কতিপয় মাধ্যম এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সামান্য কিছু বক্তব্য। বাস্তবতা এগুলোর সাক্ষ্য দেয় এবং সঠিক বিশ্লেষণ এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে।[১৪]

ভাই পাঠক! এখন বাকী থাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন, **শিয়া মতবাদ প্রচারের এই ঘূর্ণিঝড় এবং স্পষ্ট বিপদ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী?**

প্রি মুসলিম ভাই! শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যাবশ্যক এবং মুসলিম জনতার জন্য নসীহত হলো, যবান ও মাল দ্বারা রাফেযী বিদ'আতের মোকাবেলা করতে হবে এবং দীন ও শরীয়তের হিফাযতার্থে এই বিস্তৃতির ভয়াবহতা সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা শাসকগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণ সম্মিলিতভাবে যদি শিয়া মতবাদের এই তুফানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নিই, তাহলে এর বাতাস আগমন করবেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ঘটনাপুঞ্জ কিন্তু অবাস্তব নয়। সুতরাং দীনের প্রতি অধিক আগ্রহী প্রত্যেকটি মুসলিমের উচিৎ,

১৪ আরো জানতে হলে পড়ুন, 'আল-খুত্ত্বাতুল খামসিনিইয়াহ লিআয়া-তির রাফিযা ফী ইরান'।

সর্বশক্তি দিয়ে তার সুন্নী মতবাদকে সহযোগিতা করা। **আমাদের করণীয় কয়েকটি বিষয় নিচের পয়েন্টগুলোতে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে:**

এক. ইসলামী বিশ্বে সুন্নী মতবাদ প্রসারে আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য দাঈগণ ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

দুই. পঠন, শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য তথ্যাবলি প্রচার করতে হবে, যা শিয়া মতবাদের রহস্য উন্মোচন করবে এবং এর আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিবে।

তিন. সুন্নী সমাজে সুন্নী আকীদা পাঠদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে, সাহাবীগণকে সম্মানপ্রদর্শন এবং তাঁদের সম্পর্কে রাফেযী কর্তৃক সৃষ্ট সন্দেহ ও অস্পষ্টতাসমূহের জবাবদানের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

চার. আহলে সুন্নাতকে, বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদেরকে তাদের নিজেদের মতানৈক্য ভুলে গিয়ে সুন্নী মতবাদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমাদের মতানৈক্য আমাদের বিভক্তি ও দুর্বলতার কারণ। আর এই বিভক্তি কেবল শত্রুদের স্বার্থেই কাজে লাগে।

পাঁচ. সুন্নী দেশসমূহকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে এবং এমন শক্তি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে, যা সুন্নী দেশসমূহের প্রতি পারস্যদের লোভ-লালসাকে প্রতিহত করতে পারে। বর্তমান শক্তিই হলো সব। আজকের বিশ্ব শক্তিশালী ছাড়া অন্যকে সমীহ করে না। বিশেষ করে, আজ আমরা

প্রতিপক্ষকে দিনে দিনে ছুরিতে ধার দিতে এবং শক্তি পরীক্ষা করতে দেখতে পাচ্ছি।

ছয়. ইসলামের দাঈ, মিডিয়ার লোকজন এবং ব্যবসায়ীদেরকে ইসলামী চ্যানেল খুলতে হবে, যা শিয়া মতাবলম্বী উস্কানী সৃষ্টিকারী চ্যানেলগুলোর মোকাবেলা করতে পারে। কেননা আজকের যুগ মিডিয়ার যুগ। আর মিডিয়া নামক তরবারী অত্যধিক ধারালো এবং অতি প্রসারিত।

সাত. আহলে সুন্নাতকে রাফেযীদের আকীদা তাদেরই নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক থেকে প্রচার করতে হবে। যুগে যুগে তাদের খেয়ানত এবং মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের হিংসার ইতিহাস প্রকাশ করতে হবে। আর এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, এরা তারাই, যারা ঐক্য সৃষ্টি ও পরস্পরে কাছাকাছি আসার মিথ্যা দাবি করে।

আট. আহলে সুন্নাতকে স্বীয় ইতিহাস এবং মুসলিম উম্মাহর আকীদা ও ঐক্য সংরক্ষণে তাদের দীর্ঘ পথপরিক্রমা তুলে ধরতে হবে। মুসলিম উম্মাহর পবিত্রস্থানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে তাঁদের অবদানের কথাও তুলে ধরতে হবে এবং এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, তাদের হাতেই দুনিয়ার সর্বত্র ইসলাম প্রসার লাভ করেছে।

শিয়াদের আক্বীদার বিবরণ এবং তাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত বইগুলো পড়ুন:

১. আওজাযুল খিত্বাব ফী বায়ানি মাওক্বিফিশ্ শিয়াতি মিনাল আছহাব

২. মিন আক্বাইদিশ্ শিয়াহ

৩. আশ্ শিয়াহ আল-ইছনা আশারিইয়াহ ওয়া তাকফীরুহুম লিউমূমিল মুসলিমীন

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের জন্য আমাদের দীন, নিরাপত্তা ও ঈমানকে সংরক্ষণ করুন। তিনি আমাদের শত্রু ও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

সমাপ্ত